ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

STUDY MATERIAL (1st term) – 2020

Sub: Bengali **Class: X** **Date: 4.5.2020**

প্রবন্ধ-হারিয়ে যাওয়া কালি কলম
প্রাবন্ধিক-শ্রীপান্থ

- **লেখক পরিচিতিঃ-** আনন্দবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য সাংবাদিক হলেন শ্রীপান্থপ্রকৃত নাম নিখিল সরকার।১৯৩২ সালে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহন করেন এই সুসাহিত্যিক ও গবেষকসাংবাদিকতার মাধ্যমেই তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ।প্রথমে যুগান্তর পত্রিকা ও পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকয়ীয় বিভাগে চাকরি করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে।'কলকাতার কড়চা' তাঁর কর্মজগতের অন্যতম সৃষ্টি।সাহিত্যে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি লাভ করেছেন আনন্দ পুরস্কার।
  উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ-বটতলা, মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ,মেটিয়াবুরুজের নবাব, মোহন্ত ও এলোকেশী সম্বাদ,শ্রীপান্থের কলকাতা,কলকাতা ইত্যাদি।

- **উৎসঃ-** শ্রীপান্থ রচিত 'কালি আছে কাগজ নেই,কলম আছে মন নেই' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে প্রবন্ধটি।

- **শব্দার্থঃ**-- ১। মুনশি- লেখায় দক্ষ কারিগর।
  ২। চুঁইয়ে- ধীরে প্রবাহিত হওয়া।
  ৩। অমঙ্গল-অশুভ
  ৪। ত্রিফলা-বহেড়া,আমলকী ও হরিতকী একত্রে।(প্রাচীন কালে কালি তৈরিতে ব্যবহৃত।)
  ৫। মসি-কালি
  ৬। ছালা—গাছের বল্কল/ছাল।
  ৭। কেরি সাহেব—খ্রিস্টান মিশনারি দের মধ্যে অগ্রগন্য নাম ছিল উইলিয়াম কেরির। তিনি ভারতবর্ষের লোকসাহিত্য সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন 'কথোপকথন','ইতিহাসমালা' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য দুই গ্রন্থ।
  ৮। পান্ডুলিপি- লেখার প্রথম খসড়া।
  ৯। টাকার কুমির—প্রচলিত প্রবাদ,অর্থ ধনী ব্যক্তি।
  ১০। সুভো ঠাকুর—ঠাকুর পরিবারের সন্তান,সমগ্র নাম-সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

- **সারসংক্ষেপঃ--** শ্রীপাথ রচিত 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধটিতে,প্রবন্ধিক এক ফেলে আসা সময়কে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, যে সময় আসলে জড়িত রয়েছে প্রাবন্ধিকের ছোটবেলার অনেক মধুর স্মৃতির সঙ্গে।ছোটবেলার এই মধুর স্মৃতি রোমন্থনের পাশাপাশি এই প্রবন্ধটি হয়ে উঠেছে ফেলে আসা এক অতীতের দলিল যার প্রতিটি অধ্যায়ে রচিত হয়েছে কালি-কলম-লেখার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি।
  যন্ত্র বা যান্ত্রিক সভ্যতা নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে গতি।কিন্তু আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে অনেক কিছুই।হারিয়ে গেছে চিঠি বা পত্রসাহিত্যের বিপুল

সম্ভার।হারিয়ে গেছে ছোটবেলার টিনের বাক্স বা কালো শ্লেটের ইতিহাস।'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম ' এমনই অতীতের কিছু অমলিন স্মৃতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যার কাছে যান্ত্রিক গতিও হয়ে গেছে ক্ষনিক স্তব্ধ।

প্রবন্ধের একদম প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই 'লেখালেখির অফিসে' চাকরি করা শ্রীপান্থ-র অফিসে কলম না নিয়ে যাওয়ার বিড়ম্বনার বিষয়টি।বিড়ম্বনার কারণ আর কিছুই নয় বরং তাঁর অফিসের সহকর্মীদের কাছে কলম না থাকা।ফলে প্রাবন্ধিকের কথা অনুযায়ী–"দায়সারা ভাবে কোনও মতে সেদিনকার মতো কাজ সারতে হয়। এই প্রসঙ্গেই আমরা জানতে পারি লেখকের ছোটবেলায় কলাপাতায় লেখা বা নিজের হাতে কালি তৈরির ইতিহাস। কালি তৈরি সেদিন ছিল উৎসবের সমতুল্য।কাঠের উনুনের কড়াইয়ের তলায় জমে থাকা কালি লাউপাতা দিয়ে ঘষে তুলে তাকে জলে গুলে এবং খুন্তির গোড়ার দিকটা পুড়িয়ে সেই মিশ্রনে ছ্যাঁকা দিয়ে তৈরি হত সেদিনের কালি।আর কলম বলতে ছিল বাঁশের কঞ্চির কলম যার মুখটা চিরে দেওয়া হত কালি ধীরে চুঁইয়ে পড়ার জন্য।

প্রাবন্ধিক এই কলম প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন সিজারের স্টাইলাস দিয়ে কাসকা কে হত্যার ঐতিহাসিক ঘটনাটি।এই স্টাইলাস আসলে ব্রোঞ্জের শলাকা।ইতিহাসের এই পথ পরিক্রমা প্রসঙ্গেই এসেছে ইংরেজ মিশনারী কেরি সাহেব ও তাঁর মুনশির কথা।ব্রোঞ্জের শলাকার যুগ পেরিয়ে কেরি সাহেবরা অবশ্য তখন লিখতেন 'কুইল' বা পালকের কলমে।

প্রাবন্ধিক আমাদের জানিয়েছেন কলমের দুনিয়ায় সত্যিকারের বিপ্লব ঘটানো ফাউন্টেন পেন বা রবীন্দ্রনাথের কথায় ঝরনা কলমের ইতিবৃত্ত।এই প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি ব্যাবসায়ী লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান এর ফাউন্টেন পেন তৈরির কাহিনিটি।পার্কার, শেফার্ড ওয়াটারম্যান প্রভৃতি নামী-দামী ফাউন্টেন পেনে সেদিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বইপাড়ার চত্বর এবং হারিয়ে যেতে থাকে লেখকের ছোটবেলার বাঁশের কঞ্চির কলম।ফাউন্টেন পেনের এই অধ্যয়েই প্রাবন্ধিক আমাদের জানিয়েছেন শৈলজানন্দ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের কলম সংগ্রহের নেশার বিষয়টি। কলম যে সেই সময় কত মূল্যবান ছিল তা বোঝা যায় পকেট্মারদের কলম নিয়ে হাতসাফাই-এর খেলা দেখানোর বিষয়ে।সেই কলম আজ সহজলভ্য হওয়াতে হারিয়েছে তার মাহাত্ম্য।লেখা ও লেখা কে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আমরা দেখেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের লেখার মধ্যে।তাঁর হাতে আঁকা প্রচ্ছদগুলি নিঃসন্দেহে এক অসামান্য সৃষ্টি।কিন্ত প্রাবন্ধিকের আক্ষেপ এই সমস্ত কিছুই আজ অবলুপ্তির পথে, কোনো এক বিপন্ন সত্ত্বার মতো ধুঁকতে ধুঁকতে অপেক্ষা করছে জাদুঘরে ঠাঁই পাওয়ার জন্য।

- **<u>সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত—</u>**

১। "কাল্‌গুনে বুঝিবা আজ আমরাও তাই"—কোন প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে?
প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে একটি প্রবাদ বাক্যর উল্লেখ করেছেন যেটি হল—"কালি নেই, কলম নেই, বলে আমি মুনশি'।কালি কলম না থাকার পরেও মুনশি হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আসলে একধরনের ব্যঙ্গ রয়েছে।বর্তমানের যান্ত্রিক যুগে দাঁড়িয়ে যখন কলম প্রায় বিলুপ্তির পথে,তখন প্রাবন্ধিক স্মরণ করেছেন এই পুরানো প্রবাদ বাক্যের।

২। "আমাদের ছিল সহজ কালি তৈরি পদ্ধতি"—পদ্ধতিটির বর্ণনা দাও নিজের ভাষায়।
প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে জানিয়েছেন কালি তৈরি সেদিন ছিল উৎসবের সমতুল্য।কাঠের উনুনের কড়াইয়ের তলায় জমে থাকা কালি লাউপাতা দিয়ে ঘষে তুলে তাকে জলে গুলে এবং খুন্তির গোড়ার দিকটা পুড়িয়ে সেই মিশ্রনে ছ্যাঁকা দিয়ে তৈরি হত সেদিনের কালি।আর কেউ কেউ তাতে মেশাতো আতপ চাল গুঁড়ো বা হরিতকী।

৩। "তবে কালি পড়বে ধীরে চুইয়ে"—কালি পড়ার এই প্রক্রিয়াটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।
প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে জানিয়েছেন কালি তৈরি সেদিন ছিল উৎসবের সমতুল্য।কলম বলতে ছিল বাঁশের কঞ্চির কলম যার মুখটা ছিল সুচালো ও বড়দের

পরামর্শ মতন কলমের মুখটা চিরে দেওয়া হত কালি ধীরে চুঁইয়ে পড়ার জন্য।

৪। "কলম সেদিন খুনিও হতে পারত"—কোন প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এই উক্তি করেছেন
প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে জানিয়েছেন সিজারের স্টাইলাস দিয়ে কাসকা কে হত্যার ঐতিহাসিক ঘটনাটি।এই স্টাইলাস আসলে ব্রোঞ্জের শলাকা।

৫। "বাবু কুইল ড্রাইভারস"—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যখ্যা করো।
'কুইল' হল পালকের তৈরি পেনাপ্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে জানিয়েছেন লর্ড কার্জন বাঙালি সাংবাদিকদের গরম গরম ইংরেজি দেখে তাঁদের আলোচ্য মন্তব্য করতেন।

৬। "কলম তাদের কাছেও আজ অস্পৃশ্য"—তাদের বলতে কাদের বলা হয়েছে? তাদের কাছে কলম অস্পৃশ্য হওয়ার কারণ কি ?

প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে তাদের বলতে পকেট্মারদের কথা বলেছেন।

কলম যে সেই সময় কত মূল্যবান ছিল তা বোঝানোর জন্য প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন পকেট্মারদের কলম নিয়ে হাতসাফাই-এর খেলা দেখানোর বিষয়টি।সেই কলম আজ সহজলভ্য হওয়াতে হারিয়েছে তার মাহাত্ম্য। তাই কলম আজ পকেট্মারদের কাছেও অস্পৃশ্য।

৭। "অনেক সুস্থ নেশার একটি ছিল লিপিশিল্প"—কার প্রসঙ্গে এই উক্তি? এরূপ উক্তির কারণ কি ?
প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন। লেখা ও লেখা কে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আমরা দেখেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের লেখার মধ্যে।তাঁর হাতে আঁকা প্রচ্ছদগুলি নিঃসন্দেহে এক অসামান্য সৃষ্টি।তাই প্রাবন্ধিক এরূপ উক্তি করেছেন।

শিক্ষক/ শিক্ষিকা- অর্পিতা চন্দ্র

SLHS SLHS